Sanatan Dharma

পৃথিবী ব্রত

পৃথিবী ব্রতের সময় বা কাল

চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সারা বৈশাখ মাস এই ব্রত পালন করার নিয়ম। কুমারী মেয়েরাই এই ব্রত নেওয়া ও পালনের অধিকারী।

পৃথিবী ব্রতের দ্রব্য ও বিধান

আতপ চালের পিটুলি গোলা, ছোট শাঁক, মধু ,দুধ ও গাওয়া ঘি দিয়ে পৃথিবী পুজো করতে হয়। মাটির উপর পরিষ্কার করে, পিটুলি দিয়ে একটা পদ্ম পাতা আঁকতে হবে।

তারপর পৃথিবীও ধরিত্রী দেবীকে আঁকতে হবে। পুজোর সময় শাখের মধ্যে ঘি, দুধ ও মধু ঢেলে দিয়ে সেই আঁকা আলপনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তিনবার পৃথিবী পূজার মন্ত্র পাঠ করার নিয়ম।

শেষে ওই শাখের মধ্যে ঢালা জিনিসগুলো আঁকা আলপনার উপর ঢেলে দিতে হবে। এইভাবে চার বছর এই পৃথিবী ব্রত করে উদযাপন করা কর্তব্য আর উদযাপনের সময় একটি সোনার পদ্মপাতা গড়িয়ে দান করা বিধি।

পৃথিবী ব্রতকথা

এই পৃথিবী আমাদের মা। আমরা এই পৃথিবীর প্রতি অনেক রকমের অত্যাচার করি কিন্তু পৃথিবী সমস্ত ই সহ্য করেন, এই সর্বংসহা মাকে আমাদের সন্তুষ্ট রাখা দরকার আর সেই জন্যই পৃথিবী পুজোর ব্রত প্রচলিত হয়েছে পৃথিবীর ব্রত।

এই পৃথিবীর ব্রত পালন করলে সংসারের সব রকমের অমঙ্গল দূর হয়ে, মঙ্গল হয়ে থাকে। সীমান্তের পশ্চিম প্রান্তে সুবীর নামে এক রাজার রাজত্ব ছিল। এই রাজার দুই রানী সুনন্দা ও রত্না।

Published on: Jan, 09 2023 14:09

সুনন্দার গর্ভে রাজার দুটি মেয়ে হয়, তাদের নাম মন্দা আর স্নিগ্ধা। ছোট রানী রত্নার একটি মেয়ে হয়েছিল তার নাম ছিল বীর বালা। রাজা, সুনন্দা আর মন্দা ও স্নিগ্ধাকে খুবই ভাল বাসতেন, কিন্তু রত্নার এইজন্যে মনে কোন শান্তিই ছিল না।

কি করে সুনন্দা আর তার মেয়ে দুটির অনিষ্ট করা যায় , এই চিন্তাতেই ছোট রানী রত্না অস্থির হয়ে থাকতো সব সময়। সে তার মেয়ে বীরবালা কে দিয়ে, ওদের সব কাজ সবসময়ই পন্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করত।

মন্দা আর স্নিগ্ধা কিন্তু পৃথ্বীর ব্রত নিয়ে রেখেছিল আর খুব ভক্তির সঙ্গে ব্রত পালন করতো। প্রথম বছর কেটে যাওয়ার পর তারা যখন দ্বিতীয় বছরের পুজোর আয়োজন করে তাদের উঠোনে বসে পুজোর মন্ত্র পড়ছে

সেই সময় ছোট রানীর মেয়ে বীর বালা ছুটে এসে তাদের বলল, তোমরা শিগগির বাড়ির ভেতরে এসো বড় মা যেন কেমন একরকম হয়ে হা হুতাস করছে।

মন্দা আর স্নিগ্ধা তাদের পুজোর শেষ না করেই তাদের মা কাছে ছুটে গেল। সেখানে গিয়ে তারা তাদের মার কাছে শুনল যে ছোট রানী রত্না তাদের মা ও মেয়েদের নামে অনেক মিথ্যে কথা বলেছে।

রাজার হুকুম তাদের সেই দ্বন্দ্বেই বনবাসে যেতে হবে। মার মুখে সব কথা শুনে মেয়েরাও খুব মর্মাহত হল। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই বনবাসে তাদের যেতেই হবে।

এরপর তারা বনবাসে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ল এবং শেষে এক নিবিড় অন্ধকারে বনে গিয়ে পৌঁছল। ভাগ্যক্রমে সেই বনে তারা একটি খালি কুটির দেখতে পেল।

আর কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে তারা সেই কুটিরের ভেতরে বাস করবার ব্যবস্থা করল। এইভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর একদিন মন্দা ও স্নিগ্ধা কুটির থেকে কিছু দূরে একটি পুকুরের পাড়ে বসে পৃথ্বীর পুজো ও ব্রত শেষ করে কুটিরে ফিরে এসে দেখলো যে তাদের মা কুটিরে নেই।

তারা অনেক কান্নাকাটি করে খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু কোথাও মার সন্ধান পেল না। তারা একথাও জানতে পারল না যে এক দস্যু তাদের মাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

তারা কেবল হাঁ হু তাস করে তাদের দুঃখের কথা মার ধরিত্রীকেই জানাতে

Published on: Jan, 09 2023 14:09

লাগলো। এমন সময় বনের মধ্যে থেকেই কে যেন বলে উঠলো, তোদের ভয় নেই আর কিছু সময় অপেক্ষা কর।

মন্দা আর স্নিগ্ধা এই কথায় আশ্বস্ত হল আর তাদের ব্রত অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে লাগলো। এদিকে রাজা সুবীরের মনেও কোন শান্তি ছিল না।

এছাড়া ছোট রানী রত্নার পরামর্শ মত রাজ্য পাঠ চালানোর ফলে প্রজারা বিদ্রোহ করল। এবং রাজ পরিবারকে পুড়িয়ে মারবার সংকল্প করল।

ছোট রানী রত্না আর তার মেয়ে বীরবালা কে তারা পুড়িয়ে মেরে ফেলে রাজা সুবীরকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে আগুনে দেওয়ার যোগাড় করছে এমন সময় এক সাধু বড়রানী সুনন্দাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত

হলেন বললেন মূর্খ রাজা বুদ্ধির দোষে তুমি তোমার সর্বনাশ দেখে এনেছ কিন্তু আর ভয় নেই তোমার কোন লক্ষী বড় নানি সুনন্দাকে আমি নিয়ে এসেছি।

প্রজারা ও বড় রানী সুনন্দাকে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। চিৎকার করে প্রজারা বলতে লাগলো আর আমাদের ভয় নেই।

এইবার আমরা শান্তিতে বাস করতে পারবো। এই বলে তারা মহারাজের বাঁধন খুলে দিয়ে মহারাজকে রাজপুরীতে নিয়ে গেল।

অবশেষে রাজার জীবন রক্ষা হল আর রাজ্যে ও শান্তি ফিরে এলো। রাজা শেষে মন্দা ও স্নিগ্ধাকে এনে দেওয়ার জন্য সেই সাধুকে অনুরোধ করলো।

সাধু তখন রাজা কে বলল যে তার তার দুটি মেয়ের পৃথিবীর ব্রত পালন করার ফলেই রাজা আজ তার সব ফিরে পেয়েছে আর তার মেয়েরাও শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই কথা বলে সেই সাধু অদৃশ্য হয়ে গেলেন

অল্প দিনেই মধ্যেই মন্দা ও স্নিগ্ধা রাজ্যে ফিরে এলো। রাজ্যে তখন চলল আনন্দ উৎসব। মন্দা ও স্নিগ্ধা রাজপুরীর উঠোনে ভালো করে আলপনা দিয়ে আবার পৃথিবীব্রত পালন আরম্ভ করল।

পৃথিবী ব্রতের পুজোর মন্ত্র

এসো মা পৃথিবীর বস মা পদ্মপাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি দুই হাতে।

Published on: Jan, 09 2023 14:09

খাওয়াবো ক্ষীর আর মাখন ননী আমি যেন হই মাগো বড় রাজার রানী।

পৃথিবী পূজার শেষে পৃথিবী কে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র ও প্রার্থনা মন্ত্র ও পৃথিবীর স্তোত্রম নিচে দেওয়া হল।

পৃথিবীর প্রার্থনা মন্ত্র –

ওঁ শুভেচ শোভনে দেবি চতুরস্রে মহীতলে। শুভদে সুখদে দেবি গৃহে কাশ্যপি রম্যতাম্।। ওঁ অব্যঙ্গে চাক্ষতে পুণ্যে মুনেশ্চাঙ্গিরসঃ সুতে। তব ময়া কৃতা পূজা সমৃদ্ধিং গৃহিনঃ কুরু।। ওঁ বসুন্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুভে। ত্বৎ প্রসাদাম্মহাদেবি কার্যং মে সিদ্ধ্যতাৎ দ্রুতম্।।

পৃথিবীর প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ শেষে প্রণাম মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা –

পৃথিবীর প্রণাম মন্ত্র –

ও সর্বাধারে সর্ববীজে সর্বশক্তি সমন্বিতে। সর্বকামপ্রদে দেখি বসুধায়ৈ নমোহস্তুতে।।

পৃথিবীর ধ্যান

পৃথিবী পূজার সময় বা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এই ধরিত্রীর ধ্যান মন্ত্র ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করা আবশ্যক। এখানে তিনটি ধ্যান মন্ত্র দেওয়া হল। যেকোনো একটি ধ্যান মন্ত্র পাঠ করলেই হবে।

(১) ও সুরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাম্। ধ্যাত্বা তামর্চয়েৎ দেবীং পরিতুষ্টাং স্মিতাননাম।

(২) ও শ্বেতচম্পক বর্ণাভাং শরচ্চন্দ্র সমপ্রভাম্। চন্দনোক্ষিত সর্বাঙ্গীং রত্নভূষণ ভূষিতাম্।। রত্নাধারাং রত্নগর্ভাং রত্নাকর সমন্বিতাম্। চন্দনোক্ষিত সর্বাঙ্গীং রত্নভূষণ ভূষিতাম্।।

(৩) ধ্যায়েৎ তাং বসুধাং দেবীং ত্রিদশৈরপি পূজিতাম্। প্রিয়কলিকাশ্যামাং মুকুটাদ্যৈরলম্ তাম্।। দিব্যবস্ত্র পরীধানাং দিব্যগন্ধানুলেপনাম্। যজ্ঞপুণ্যপ্রদাং সৌম্যাৎ পীনোন্নত পয়োধরাম্।।

Published on: Jan, 09 2023 14:09

পৃথিবী স্তোত্রম

বিষ্ণুরুবাচ – জয় জয় জয়াধারে জয়শীলে জন্মগ্রদে। যজ্ঞশূকরজায়ে চ জয়ং দেহি জয়দে।। ॥ মঙ্গলে মঙ্গলাধারে মঙ্গলে মঙ্গলপ্রদে। মঙ্গলাংশে মঙ্গলং দেহি মে ভবে। ২।।

সর্বাধারে সর্ববীজে সর্বশক্তি সমন্বিতে। সর্বকামপ্রদে দেবি সর্বেষ্টং দেহি মে ভবে। ৩। পুণ্যস্বরূপে জীবানাং পুণ্যরূপে সনাতনি। পুণ্যাশ্রয়ে পুণ্যবতামালয়ে পুণ্যদে ভবে।। ৪ ।।

রত্নাধারে রত্নগর্ভে রত্নাকর সমন্বিতে। স্ত্রীরত্নরূপে রত্নাঢ্যে রত্নসারপ্রদে ভবে।। ৫।। সর্বশস্যালয়ে সর্বশস্যাঢ্যে সর্বশস্যদে। সর্বশস্য হরে কালে সর্বশস্যাত্মিকে ভবে।। ৬॥

ভূমে ভূমিপসর্বস্বে ভূমিপাল পরায়ণে। ভূমিপাহঙ্কাররূপে ভূমিং দেহি চ ভূমিদে।।৭।। ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং তাং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ। কোটি কোটি জন্ম জন্ম স ভবেদ ভূমিপেশ্বরঃ।।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে পৃথিবীস্তোত্রম্।

Published on: Jan, 09 2023 14:09